সংবাদ

তারিখ ... 3 MAY 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির নীতিমালা জারি

- ৬ শতাধিক আসনের কলেজে ভর্তি অনলাইনে
- কোন বাছাই বা ভর্তি পরীক্ষা হবে না
- ভর্তিসংক্রান্ত সব ফি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে
- সব তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিতে কোন বাছাই বা ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে না। কেবল শিক্ষার্থীর এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতেই ভর্তি করা হবে। একাদশ শ্রেণীতে ৬০০-এর বেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তি করানোর অনুমতি আছে এমন কলেজগুলোতে অনলাইনে ভর্তি করা হবে। ৩০০-এর অধিক আসন থাকা কলেজগুলোও অনলাইনে ভর্তি করতে পারবে। কলেজ কর্তৃপক্ষকে তাদের ভর্তির সব তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

একাদশ শ্রেণীতে কলেজে ভর্তিসংক্রান্ত বিষয়ে গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা ভর্তি নীতিমালায় এসব শর্ত আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে গতকাল মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে ১২ মে থেকে ৬ জুন পর্যন্ত ভর্তির আবেদন/এসএমএস গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পুনর্নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে যাদের ফল পরিবর্তন হবে তাদের জন্য ভর্তির আবেদন/এসএমএস গ্রহণ করার শেষ তারিখ ১৪ জুন। বিলম্ব ফি ছাড়া ও বিলম্ব ফিসহ ভর্তি ও ভিডি করার শেষ তারিখ যথাক্রমে ২৮ জুন ও ১২ জুলাই। ক্লাস শুরু হবে ১ জুলাই।

ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র ফরম ও ভর্তি ব্যবস্থাপনার ব্যয় বাবদ এবার ১২০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। কোন ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে একাদশ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

একাদশ : শ্রেণীতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অনুমোদিত ফি'র অতিরিক্ত কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না এবং সব ফি রশিদের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

সভায় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমানোর লক্ষ্যে সরকার ভর্তি প্রক্রিয়া অনলাইনে করার উদ্যোগ নিয়েছে। গতবছর কিছু প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ফি গ্রহণ করায় তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে উল্লেখ করে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের অনুমোদিত ফি'র অতিরিক্ত ফি না নেয়ার আহ্বান জানান।

৯০ ভাগ আসন উন্মুক্ত : ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগীয় সদরের কলেজগুলোর ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজের ৯০ ভাগ আসন (গত বছর ছিল ৮৬ ভাগ) সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। বাকি ১০ শতাংশের মধ্যে ৩ শতাংশ বিভাগীয় সদরের বাইরের শিক্ষার্থীদের, ৫ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বা সন্তানের সন্তানের (নাতি) জন্য এবং ২ শতাংশ শিক্ষা প্রশাসন ও নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী বা গভর্নিং বডির সদস্যের সন্তানের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শাখা নির্বাচন : বিজ্ঞান শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার যে কোন একটি, মানবিক শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার যে কোন একটি এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখার যে কোন একটিতে ভর্তি হতে পারবে। এ নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ বিভাগে (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে।

ভর্তি ফি : এবার ভর্তির আবেদনপত্রের মূল্য ১২০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। গত বছর এর মূল্য ছিল ৮০ টাকা। ভর্তির ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন ফি ১২০ টাকা, ক্রীড়া ফি ৩০ টাকা, রোভার বা রেঞ্জার ফি ১৫ টাকা, রেড ক্রিসেন্ট ফি ২০ টাকা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি ৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে কোন শিক্ষার্থীর পাঠদান বিরতি থাকলে, বিলম্বে ভর্তি হলে এবং শাখা বা বিষয় পরিবর্তন করলে তার কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি হিসেবে পাঠ বিরতি ফি ১০০ টাকা, বিলম্ব ভর্তি ফি ৫০ টাকা এবং শাখা বা বিষয় পরিবর্তন ফি ২৫ টাকা গ্রহণ করা যাবে।

ভর্তি নীতিমালা চূড়ান্তকরণসংক্রান্ত সভায় অন্যদের মধ্যে শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব এসএম গোলাম ফারুক, মফিজুল ইসলাম, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাহিমা বাতুন, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল কাসেম, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুন নূর, ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন।